এ্যাসফিল্ড পার্কে মাতৃভাষা স্মৃতি সৌধ

একুশ আমাদের অশ্রু আর রক্ত বিন্দু

আশীষ বাবলু

মুকুন্দ দাস পাগলা কানাই
হাসান মদন আর লালন সাঁই
ওরা এদের মুখে মারে লাথি
এই দুঃখ কি সওয়া যায়!
(ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়)

– আব্দুল লতিফ

একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সিডনীতে। আজ থেকে ৩০/৩৫ বছর আগে এই অষ্ট্রেলিয়া দেশটির সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল ভুগোল বইতে। আমরা পড়তাম অষ্ট্রেলিয়া ক্যঙ্গারুর দেশ। অথচ একাত্তুরে পাকিস্তানিরা যখন আমাদের উপর চলাচ্ছিল বর্বর নির্যাতন তখন এ দেশের মানুষেরা প্রতিবাদ করেছে। এখানকার পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে পাকিস্তানি বর্বরতার কঠিন সমালোচনা যদিও সে খবর আমরা রাখিনি। ফজলুল কাদের কাদেরীর সম্পাদিত গ্রন্থ "বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস" বইটিতে সংগ্রহিত আছে ক্যানবেরা টাইমস এর প্রতিবাদ'। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম দশটি স্বীকৃতি দানকারী দেশের একটি অষ্ট্রেলিয়া ।

আজ অষ্ট্রেলিয়ার সাথে আমরা বাধঁতে যাচ্ছি এক নতুন বন্ধন। মুক্তিযোদ্ধা ওডারল্যান্ড যে মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেই মাটিতে স্থাপিত হচ্ছে মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ। আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারী আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত আর সেই স্বীকৃতির প্রথম স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হতে যাচ্ছে সিডনীর এ্যাশফিল্ড পার্কে। সালাম, বরকত এখন শুধু বাংলা মায়ের প্রিয় সন্তান নয়, এখন তারা বিশ্বের প্রতিটি মায়ের প্রিয় সন্তান।

এই যুগান্তকারী ঘটনাটির নেপথ্যে রয়েছে সিডনীর 'একুশে একাডেমী' সংগঠনটি। এখানকার সরকার তথা মিউনিসিপালিটি কাউন্সিলের কর্তাব্যাক্তিদের কাছ থেকে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মানের ছাড়পত্র যোগার করা যে কত শক্ত কাজ আমরা যারা এদেশে রয়েছি তারাই অবগত। নিজের বাড়িতে একটি অতিরিক্ত ঘর তৈরীর জন্যও কাউন্সিলকে নানা রকম জবাবদিহি দিতে হয়। কখনো পারমিশন মেলে কখনো মেলেনা। স্ট্রাটফিল্ডে মহাত্মা গান্ধীর ষ্ট্যাচু স্থাপনের সব কিছু হয়ে যাবার পরও কাউন্সিলের তালবাহানার জন্য নির্মিত ষ্ট্যাচু এখন গোডাউনে পরে আছে। অথচ আমাদের স্মৃতি সৌধটি নির্মানের জন্য

তারা শুধু পারমিশনই দেয়নি, দিয়েছে জমি এবং হাত বাড়িয়েছে নানা সহযোগিতার। একুশে একাডেমী এবং এ্যাশফিল্ড কাউন্সিলকে ধন্যবাদ।

স্মৃতি সৌধটির ডিজাইনে রয়েছে লক্ষনিয় কিছু দিক। যে বেদীতে স্তম্ভটি স্থাপিত হবে সেটি দৈর্ঘ এবং প্রস্থে ১৯৫২ সে:মি: যা আমাদের ভাষা আন্দোলনের সালটি মনে করিয়ে দেবে। বেদীর উপর যে পাথরটি রাখা থাকবে সেটি হবে স্লেট পাথর। যে স্লেট ব্যবহার হয়েছে ভাষা লিখবার মাধ্যম হিসেবে বহুকাল ধরে। পাথারটির নিচে সোনার রঙ্গে খোদাই করে আঁকা হবে আমাদের প্রিয় ২১শের শহিদ মিনার। মিনারের নিচে লেখা থাকবে "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি" এবং "একুশের শহিদদের আমরা চিরদিন মনে রাখবো"। শুধু তাই নয়, সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের নামও লেখা থাকবে। আর থাকবে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের পাঁচটি ভাষা। বাংলা থাকবে সবার উপরে। যেহেতু স্মৃতিসৌধটি আন্তর্জাতিক তাই স্লেটটির উপরে থাকবে একটি গ্লোব। গ্লোবটি এমন ভাবে রাখা থাকবে যাতে বাংলাদেশ এবং অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাপ সন্মুখ থেকে দেখা যায়। গ্লোবের চারিদিকে লেখা থাকবে একুশে একাডেমির স্লোগান, "কনজার্ভ ইওর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ"। ইউনেস্কো কতৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীর স্বীকৃতির স্মারক পত্রটিও লেখা থাকবে বেদীর গায়ে।

এই সৌধ এ্যাসফিল্ড পার্কে জেগে থাকবে যুগ যুগ- মহাকালের সাক্ষী হয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - "আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হয়ে"। বাংলাদেশ থেকে যখনই কেউ সিডনীতে বেড়াতে আসবে, অপেরা হাউস দেখার আগে দেখতে চাইবে বাঙ্গালীর গর্বের স্থান - এ্যাশফিল্ড পার্কের মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ। দ্যুতিময় এই সৌধের পাশে দাঁড়ালে বুক কাঁপবে। সহস্র মাইল দূরে বাংলার শহিদদের উৎসারিত অশ্রু টলমল করবে স্লেট পাথরের গায়। মাথা নত হবে। বুকের ভেতর ফুটতে থাকবে ফুল। পার্কের শিশির ভেজা ঘাস বলবে - দাড়াও পথিকবর তিষ্ট ক্ষনকাল - শুরু হবে নতুন ইতিহাস। কত পিতা তার শিশু পুত্রকে নিয়ে যাবে, দাদু তার শিশু পৌত্রী নিয়ে যাবে - দেখাবে পাথরের গায়ে - অ আ ক খ। আমাদের দুঃখিনী বর্ণমালা। বলতে দ্বিধা নেই আমাদের সম্মিলিত শক্তিই পরবাসে ঘটাতে পারে এমন ঐতিহাসিক কাব্য।

অনেকে বলছেন স্মৃতিসৌধটি এমন না হয়ে তেমন হলে ভাল হতো। একুশতো আমাদের কাছে অশ্রু আর রক্ত বিন্দু। চোখের জল আর রক্তের ফোটার কাছে কোনো সুপরিকল্পিত শিল্পিত রূপ কেউ আশা করে কী? সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমাদের কী আছে?